কৃষি পর্যটন গাইডলাইন, ২০২২

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কৃষি ছিল পারিবারিক স্বনির্ভরতার ভিত্তি। আজ তা কৃষিভিত্তিক শিল্পে পরিগণিত হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি দেশের চাহিদা পুরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প একটি উদীয়মান ও সম্ভাবনাময় শিল্প। পর্যটনশিল্পকে যদি নগরভিত্তিক পর্যটনের পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক এলাকাগুলোতে সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে কৃষিশিল্প এবং পর্যটনশিল্প যুগপৎ ভাবে এগোতে পারে সামনের দিকে। পর্যটনের উন্নয়নে কৃষিকে সম্পৃক্ত করা হলে একদিকে যেমন পর্যটকগণ ভ্রমণকালে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারবে তেমনি দেশের কৃষিজ পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণে পর্যটনশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। কৃষিভিত্তিক পর্যটন উন্নয়ন হলে শুধুমাত্র পর্যটন কেন্দ্র বা কৃষি খামার সম্প্রসারণ হবে না, বরং কৃষিতে জনসাধারণের বিনিয়োগ ও আগ্রহ বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হবে। কৃষিভিত্তিক পর্যটনের ধারণাটি বাংলাদেশে নতুন হলেও পৃথিবীর অনেক দেশে তা ইতোমধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কৃষিভিত্তিক পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য "কৃষি পর্যটন গাইডলাইন" প্রণয়ন করা প্রয়োজন বিধায় এ গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক বিষয়

কৃষি পর্যটন

কৃষি পর্যটন হলো অবকাশযাপনের এমন এক ধরণ যেখানে কৃষি খামারে আতিথেয়তার আয়োজন করা হয়। কৃষি খামারে অবকাশকালীন কর্মকান্ডের মধ্যে থাকে কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান আহরণ, ফল ও সবজি চাষ অবলোকন, মধুর আহরণের দৃশ্য দেখা এবং স্থানীয় বিভিন্ন পণ্য অথবা হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরী শৈলী দেখা ও কেনার সুযোগ তৈরি করা। কৃষি পর্যটন হচ্ছে প্রকৃত গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন, খাঁটি খাবারের স্বাদ গ্রহণ এবং বিভিন্ন ধরণের কৃষিকাজের সাথে পরিচিত হওয়া। কৃষি পর্যটন হলো যেখানে কৃষিকাজ এবং পর্যটনের একটি চমৎকার মেলবন্ধন, তা সে খামারে, ফুল বা ফলের বাগানে, পিঠা বা নবান্ন উৎসবে, গরুর বাতানে বা মাছের পুকুরে যেখানেই হোক। কৃষকরা তাদের কৃষিজমিগুলি একটি পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করে এবং তারা কী উৎপাদন করে এবং কিভাবে উৎপাদন করে সে সম্পর্কে পর্যটককে জানানোর জন্য এবং কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া দেখে আনন্দ বিনোদন লাভের জন্য তাদের দরজা উন্মুক্ত করে।

কৃষি পর্যটনের সুবিধা

অপেক্ষাকৃত কম দামে বৈচিত্রময় খাবার, নিরিবিলি থাকার ব্যবস্থা, লোকজ বিনোদন এবং ভ্রমণের ব্যয় কৃষি পর্যটনে তুলনামূলকভাবে কম। কম খরচ পর্যটন বিকাশকে প্রশস্ত করে। ভ্রমণ ও পর্যটন সম্পর্কে বর্তমান ধারণাটি শহর কেন্দ্রিক এবং বিত্তবান মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা জনসংখ্যার একটি ছোট অংশ। কৃষি-পর্যটন খরচ কম হওয়ার কারণে কৃষিভিত্তিক ভ্রমণ এবং পর্যটন কার্যক্রমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা সহজ হবে। এতে পর্যটনের ব্যাপক বিকাশের সুযোগ রয়েছে। ব্যস্ত জীবন যাপন থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বদা দূরে থাকায় ব্যস্ত নগরবাসী প্রকৃতির দিকে ঝুঁকছে। পাখি, প্রাণী, ফসল, পাহাড়, জলাশয়, গ্রামগুলি শহুরে জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ দেয় যেখানে তারা তাদের ব্যস্ত নগর জীবনকে ভুলে যেতে পারে। তাই বর্তমানে কৃষি পর্যটনের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষি পর্যটন খামার

কৃষি পর্যটন খামার হলো অবকাশ যাপনের এক শৈল্পিক রূপ। কৃষি খামার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, পাখির কলতান, পশুর নানা কার্যকলাপ, ফসল দুধ ইত্যাদি আহরণ ও উপভোগ করার কেন্দ্রবিন্দু। সাধারণত স্থানীয় ভাবে কৃষক কীভাবে তাদের খাদ্য উৎপাদন করে সে সম্পর্কে ধারণা নিতে পর্যটক কৃষি পর্যটন খামার ভ্রমণে আগ্রহী হয়ে উঠে। এর মূল আকর্ষণ হল খামারের কর্মপরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা।

কৃষি পর্যটনের সুবিধা

কৃষি পর্যটন বিকাশের সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ কৃষক, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, ট্যুর গাইড এবং ট্যুর অপারেটর সকলে মিলে উপভোগ করতে পারে। এতে একটি বহুমুখী ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটে। কৃষকদের জন্য কৃষি পর্যটন একটি সম্ভাবনার নতুন দ্বার খুলে দেয়। এর মাধ্যমে নতুন ও উদ্ভাবনী উপায়ে খামারভিত্তিক পণ্যের ব্যবসায়ীক ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়; কৃষি ও পর্যটন উভয় খাতে রাজস্ব প্রবাহ বৃদ্ধি পায়; নতুন ভোক্তার মাধ্যমে বাজার বিকাশ লাভ করে; স্থানীয় কৃষি পণ্যের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে; স্থানীয় কৃষি পণ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়; কৃষিক্ষেত্রের গুরুত্বের ক্রমবর্ধমান প্রশংসা তরূণ প্রজন্মকে কৃষি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে; কৃষি থেকে অতিরিক্ত উপার্জনের চ্যানেল তৈরি হয়; খামারের অবস্থা, কর্মক্ষেত্র এবং খামার বিনোদনের সুযোগগুলি ক্রমশ উন্নত হয়; পরিচালনা দক্ষতা এবং উদ্যোক্তার মানসিক বিকাশ ঘটে; কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া ও খামার ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব বাড়ে; সর্বোপরি গ্রামীণ ল্যান্ডস্কেপ, পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা সুদৃঢ় হয়।

ট্যুর অপারেটরগণের জন্য সুবিধা

পর্যটন শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যটনের একটি উপখাত হচ্ছে কৃষি পর্যটন। এর মাধ্যমে ট্যুর অপারেটরগণ পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় ও উপলব্ধ পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবাদির বৈচিত্র্যকরণের সুযোগ পান; পর্যটক বৃদ্ধির জন্যে আকর্ষণীয় ভাবে গ্রামীণ অঞ্চলকে উপস্থাপন করতে পারেন; ঐতিহ্যগতভাবে অফ-পিক ব্যবসায়ের সময়কালে ব্যবসা মওসুমের সময়কাল বৃদ্ধি করতে পারেন; মূল পর্যটন বাজারে গ্রামীণ অঞ্চলগুলিকে অনন্যভাবে উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্ঠি হয়। ট্যুর অপারেটরগণের জন্য এটা হবে কৃষকগণের তৈরী অনন্য সাধারণ নতুন ট্যুরিজম প্রডাক্ট।

৩. কৃষি-পর্যটনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কৃষি-পর্যটনের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য এটি অন্যান্য পর্যটন থেকে আলাদা। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ

ক. কৃষিকেন্দ্রিক ভ্রমণ যার মাধ্যমে পর্যটকরা কৃষি খামারের সৌন্দর্য উপভোগ করে এবং বিভিন্ন ফসল ও সবজি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।

খ. সাধারণত গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে ওঠে যেখানে প্রকৃতি, কৃষি এবং সমাজব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

গ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্মিলন ঘটে।

ঘ. খামারের আশেপাশে আবাসন ব্যবস্থা এবং খাবার ব্যবস্থা করা হয়।

জনাব মোছাঃ মাকছুদা খাতুন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

এন.এস.সি টাওয়ার (১৮ তলা), ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
01730342958

৪. কৃষি-পর্যটনের পরিধিসমূহ

কৃষি-পর্যটন বাংলাদেশে নিম্নবর্ণিত উপায়ে টেকসই পর্যটনের ক্রমবিকাশকে সমুন্নত করতে পারেঃ

ক. কৃষক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয়বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ভ্রমণকারীদেরকে 'গ্রামীণ অভিজ্ঞতা' প্রদান করা।

খ. স্থানীয় কৃষকদেরকে তথ্য বিনিময় এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করার জন্য একই স্থানে পর্যটক এবং কৃষকদের মাঝে মেলবন্ধনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ. নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি পণ্যের বৈচিত্র্যতা প্রচার করা।

ঘ. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য চায়ের বাগান, মাছের খামার, ফুলের নার্সারি এবং ফল বাগানে প্রমোদ ভ্রমণের আয়োজন করা।

৫. কৃষি-পর্যটনের পণ্য এবং সেবা সনাক্তকরণ

বাংলাদেশে কৃষি-পর্যটনের অসংখ্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এছাড়া, এই সেক্টরে নিম্নবর্ণিত নতুন নতুন পণ্য ও পরিষেবা উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

৫.১ বাংলাদেশের কৃষি-পর্যটনের আকর্ষণসমূহ

ক. চা বাগান ভ্রমণঃ চা বাগান ভ্রমণের মাধ্যমে চা গাছের চমৎকার সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি চা বাগান পরিচর্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। যেমনঃ প্রাচীন পদ্ধতিতে চায়ের চারা রোপণ এবং চা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, চা পাতা কর্তন, সংগ্রহ, চা গাছ কর্তন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যেগুলো চা বাগান পরিচর্যার সাথে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেটে পাহাড়ের ঢালে চা বাগানের চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করার জন্য পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করে।

খ. সূর্যমুখী বাগান ভ্রমণঃ প্রস্ফুটিত সুর্যমুখী ফুলের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য সুর্যমুখী বাগান ভ্রমণ পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয়। যেমনঃ ফরিদপুর সদরের ধর্মকান্দিতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (BADC) সূর্যমুখী ফুলের খামার দেখতে অনেক দর্শনার্থীর আগমন ঘটে।

গ. গোলাপ বাগান ভ্রমণঃ এক সঙ্গে বিভিন্ন রকমের অনেক অনেক গোলাপের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য দর্শনার্থীরা গোলাপ বাগান ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন। যেমনঃ সাভারের বিরুলিয়ায় 'গোলাপ গ্রাম' ভ্রমণ।

ঘ. কৃষি বনায়ন পরিদর্শনঃ কৃষি বনায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে এবং কৃষি পণ্য ক্রয় ও পরিদর্শনের জন্য পর্যটকরা কৃষি বনায়ন সাইটে (যেমনঃ বান্দরবান, সিলেট) ভ্রমণ করে। কৃষি বনায়ন হল একটি ভূমি-ব্যবহারের ব্যবস্থা যেখানে ফলের গাছ এবং ভেষজ উদ্ভিদ বনের বড় গাছের সাথে বেড়ে ওঠে।

ঙ. কৃষি বাজার ভ্রমণঃ ব্যতিক্রমধর্মী কৃষি বাজার এবং এর আশেপাশের গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন, যেমনঃ ঝালকাঠি জেলার ভিমরুলিতে ২০০ বছরের পুরনো ভাসমান বাজার। সেখানে কৃষকরা নিকটবর্তী পেয়ারা বাগান থেকে পেয়ারা সংগ্রহ করে এবং সেগুলো নৌকায় করে খালে নিয়ে আসে। ফসলের ভরা মৌসুমে পেয়ারা ভর্তি এই ধরনের শত শত নৌকা প্রতিদিন একত্রিত হয় এবং সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় জলের উপরেই সম্পাদিত হয়।

চ. মধু আহরণ কাজে ভ্রমণ: মৌয়ালদের মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করার পদ্ধতি কৌতূহলী পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করে। মধু আহরণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কিন্তু এটার মাধ্যমে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সুন্দরবনে পর্যটকরা স্থানীয় মধু আহরণকারীদের সাথে মধু সংগ্রহের প্রক্রিয়া উপভোগ করতে পারে।

ছ. ফল বাগান ভ্রমণঃ ফলের স্বাদ নিতে এবং ফল বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ফলের বাগানে ভ্রমণ করা হয়। পর্যটকরা চাইলে সরাসরি নিজেরাই ফল বাগান থেকে ফল সংগ্রহ ও ক্রয় করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, চাপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহীর আম বাগান এই ধরনের ভ্রমণের জন্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

৫.২ বাংলাদেশে কৃষি-পর্যটনের সম্ভাবনাসমূহ

ক. খামার ভ্রমণ এবং ঐতিহ্যবাহী চাষবাদ কার্যক্রম প্রদর্শনীঃ এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম পর্যটকদের কাছে প্রদর্শিত হতে পারে। যেমনঃ প্লাগিং, বীজ বপন, গাছপালা পরিচর্যা, ফসল কাটা, মাড়াই, পরিবহন করা এবং নতুন ফসল থেকে খাবার ও পানীয় প্রস্তুত করা।

খ. গ্রামাঞ্চলের বিশ্রামাগার ও রেস্তোরাঃ প্রকৃতি দ্বারা বেষ্টিত জলাশয়ের কাছাকাছি স্থানে খাবার গ্রহণের জায়গাটি নির্মিত হতে পারে। বিদেশী এবং শহুরে পর্যটকদের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী স্থানীয় খাবার তালিকা (মেন্যু) তৈরি করা যেতে পারে। পরিবেশের উপর নির্ভর করে পর্যটকদের কাছে স্থানীয় রন্ধন শিল্প প্রদর্শনের আয়োজন করা যেতে পারে। যেমনঃ খোলা আকাশের নিচে রান্নার ব্যবস্থা।

গ. কৃষিজমির নিকটবর্তী পর্যটক কটেজঃ কৃষিজমির কাছকাছি পর্যটকদের জন্য পরিবেশবান্ধব নান্দনিক কটেজ তৈরি করা যেতে পারে।

ঘ. ট্রপিকাল (গ্রীষ্মমন্ডলীয়) আবাসন ব্যবস্থাঃ পুরাতন বাংলো, ম্যানর হাউস বা বিভিন্ন গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত ঔপনিবেশিক বিশ্রামাগারগুলোতে ভ্রমণকারীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত নবনির্মিত কাঠামোগুলোতেও থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঙ. পর্যটকদের জন্য খামার বাগান তৈরিঃ পর্যটকরা তাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী যাতে সবজি, ফল, মশলা বাগানে ঘুরতে এবং ফসল কাটতে পারে সে অনুযায়ী খামার বাগান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

চ. গ্রামীণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি পরিদর্শনঃ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম যেমনঃ জ্যাম, ফলের রস, পনির তৈরি, মসলা গুড়াকরণ, মোড়কীকরণ এবং সবজি ও ফলের ক্যানিং (বোতলজাতকরণ) করা পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে।

ছ. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ গ্রামাঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক পরিবারগুলোর মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সংরক্ষিত ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চর্চা পর্যটকদের নিকট উপস্থাপন করা যেতে পারে।

জ. হস্তশিল্পের দোকানঃ গ্রামীণ এলাকায় কৃষিভিত্তিক এবং বিভিন্ন রকমের হস্তশিল্প পণ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অনেক স্বনামধন্য গ্রামীণ কারিগর আছেন যারা বিভিন্ন উপাদান (যেমনঃ মাটি, কাঠ, সোনা, রৌপ্য, মুক্তা, খাগড়া, খড়, পালক, চামড়া এবং শস্যদানা) দিয়ে পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় পণ্য তৈরি করতে পারে।

ঝ. দেশীয় ভেষজ ঔষধ এবং নিরাময় পদ্ধতিঃ বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত দেশীয় ভেষজ ঔষধের মাধ্যমে নিরাময় পদ্ধতির অনুশীলন (যেমনঃ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা) সম্পর্কে পর্যটকদের অবহিত করা যেতে পারে।

ঞ. বিনোদনমূলক মৎস্য শিকারঃ বিনোদনমূলক মৎস্য শিকারের জন্য সেচ ট্যাংক, খরস্রোতা নদী, লেগুন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ট. পরিবেশবান্ধব খেলাধুলাঃ সৈকতে খেলা, ভেলা প্রতিযোগিতা, ঘোড়দৌড়, সৈকত গল্ফ বা ফসল কাটার পরবর্তী মাঠে গল্ফ খেলা এবং সেচ ট্যাঙ্কের ক্যাচমেন্ট (নালা) এলাকায় খেলাধূলার প্রচার করা যেতে পারে।

৫.৩ কৃষি-পর্যটনের পণ্য এবং পরিষেবাসমূহ

ক. কৃষি খামারে রাত্রিযাপন ব্যবস্থাঃ শহরাঞ্চলে বসবাসকারী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য কৃষি খামারে আরামদায়ক অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কৃষি-পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারীরা বিভিন্ন ধরনের অবকাশ যাপন সুবিধা প্রদান করতে পারে যেমনঃ খামারে থাকা, কটেজে থাকা, সেল্ফ সার্ভিস বেড এবং কৃষি ক্যাম্পিং।

খ. এগ্রো ক্যাটারিং ব্যবসাঃ পর্যটকদের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে খামারে উৎপাদিত কৃষি পণ্য (যেমনঃ মাছ, মাংস, মুরগি, ফল, শস্য এবং সবজি) ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ রীতিতে সেই খাবার পরিবেশন করা যেতে পারে।

গ. অংশগ্রহণমূলক কৃষি-পর্যটনঃ পর্যটকদেরকে সরাসরি কৃষি কাজের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে প্রকৃত কৃষি কাজের অনুভূতি ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করা যেতে পারে। পর্যটকদের নিম্নলিখিত উপায়ে আকৃষ্ট করা যেতে পারে, যেমনঃ

- কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ এবং খামার ভ্রমণ। যেমনঃ কৃষি জমিতে ধানের বীজ বপন।
- উদ্ভিদ, প্রাণী এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ। যেমনঃ গরুর দুধ দহনে সাহায্য করা।
- গবাদি পশু প্রতিপালন পদ্ধতি প্রদর্শন, যেমনঃ ভেড়া পালন, গবাদি পশুর মজুত নিলাম করা ইত্যাদি।
- খামার জমিতে হাঁটার জন্য নির্দিষ্ট পথ (Walking Trail) তৈরি করা।
- গৃহপালিত ও কৃষিভূমির পশুপাখি কাছ থেকে অবলোকন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের পোষা প্রাণীর চিড়িয়াখানা এবং সাফারি স্থাপন করা।

ঘ. গ্রামীণ এবং কৃষি-খুচরা ব্যবসায়ঃ কৃষি-পর্যটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা হল সরাসরি কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়। পর্যটকরা প্রায়ই সবজি, ফল, মধু এবং বাড়িতে তৈরি বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য ক্রয় করে থাকেন। কৃষি-পর্যটনের ব্যবসায়গুলো খোলা আকাশের নিচে, রাস্তার পাশে অথবা ছোট দোকানে পরিচালিত হয়। ফলে পর্যটকরা তাৎক্ষণিক পণ্য ব্যবহার এবং ক্রয় করতে পারে অথবা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে।

ঙ. নিজহাতে আহরণঃ কৃষি পণ্য (যেমনঃ ফল বা সবজি) নিজ হাতে গাছ থেকে আহরণ করে নেয়ার জন্য কৃষকরা পর্যটকদেরকে খামারে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

চ. কৃষি সম্পর্কিত নৃবিজ্ঞানঃ প্রতিটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থাকে যা সাধারণত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা। ফলে, যে কোন নৃতাত্ত্বিক পণ্য এবং পরিষেবা (যেমনঃ ঐতিহ্যবাহী কৃষি উদ্যান, লোকশিল্প জাদুঘর, কৃষি জাদুঘর, আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভাষা, কৃষি উৎসব) সমগ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পণ্য ও সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- কোন গ্রামীণ পরিবারের সাথে বসবাস করা এবং তাদের জীবনধারা সম্পর্কে জানা।
- ঐতিহ্যবাহী কৃষি উদ্যান, লোকশিল্প জাদুঘর, কৃষি জাদুঘরে ভ্রমণ করা।
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিশেষ কোন উৎসবে (যেমনঃ পারিবারিক, ধর্মীয়, কৃষি সংক্রান্ত) অংশগ্রহণ করা।
- আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভাষা শেখা।

ছ. গ্রামীণ খেলাধুলা এবং বিনোদনঃ কৃষি-পর্যটন এবং গ্রামীণ পর্যটনে বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ থাকে, বিশেষ করে খেলাধুলায় যখন কোন প্রাণী থাকে বা অনুশীলনের জন্য বৃহৎ জায়গার প্রয়োজন হয়। কৃষি পর্যটনে খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের কিছু উদাহরণ হলঃ

- জব্বারের বলি খেলা (গ্রামীণ কুস্তি)।
- নবান্ন উৎসব যা নতুন ফসল ঘরে তোলার সাথে সম্পর্কিত।
- ঈদ, পূজা, এবং নববর্ষ উপলক্ষ্যে অবস্থান করা।

৬. কৃষি পর্যটন উন্নয়ন

কৃষি-পর্যটনের মূল নীতি হল বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী চাষাবাদ পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের নিকট তুলে ধরার মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নকে সম্প্রসারিত করা। বাংলাদেশে প্রচুর কৃষি-পর্যটন পণ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যথাযথ উদ্যোগের অভাবে এই খাত অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দেশটিতে প্রতি বছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। পরিবেশ ও অন্যান্য সম্পদের উপর জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব কমাতে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় কৃষি-পর্যটকরা স্থানীয় কৃষকদের সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

৬.১ ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন করা

ক. কৃষি কেন্দ্রিক ভ্রমণ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই কৃষি পর্যটনের মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য ৮০% এর অধিক ভূমি কৃষি কাজের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে এবং অবশিষ্ট অংশ কৃষি-পর্যটন অবকাঠামোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. জমির মালিকানা বা লিজ নেওয়ার প্রমাণপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ. কৃষি পর্যটনের জন্য প্রস্তাবিত প্লট যদি প্ল্যানিং এরিয়ায় থাকে তাহলে প্লট ব্যবহারের জন্য প্ল্যানিং পারমিশন এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.২ ঋণ, কর এবং বীমা

ক. ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষি জমির একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা সুপারিশকৃত হতে হবে।

খ. কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন মেয়াদে (স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য) সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

গ. একটি সঠিক এবং সুস্পষ্ট ঋণ পরিশোধ নীতি থাকতে হবে যেখানে কোনো ধরনের পরিশোধ গোপন থাকবে না।

ঘ. কৃষি-পর্যটনে কৃষকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বীমা সুবিধা প্রদান করা।

৬.৩ স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ

ক. স্থানীয় সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে পর্যটকদের পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করা।

খ. কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

গ. কৃষি-পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে।

ঘ. স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং কৃষি-পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারীগণকে একসাথে কাজ করা।

ঙ. পর্যটক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

৬.৪ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

কৃষি-পর্যটন সাইটে পর্যটকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা:

ক. দক্ষ নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা।

খ. অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম যথাযথভাবে স্থাপন করা।

গ. সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড স্থাপন করা।

ঘ. ফার্স্ট এইড কিট এবং জরুরি চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঙ. স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশনের সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।

৬.৫ টেকসই পরিবেশ

ক. ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

খ. তালিকাভুক্ত বিশ্ব ঐতিহ্য এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

গ. কৃষি পর্যটনের সাথে প্রাসঙ্গিক আইন এবং নির্দেশিকাগুলো মেনে চলা।

ঘ. বিদ্যমান আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে শব্দ দূষণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা।

ঙ. খামারে প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়া।

চ. সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্কাশন পদ্ধতি ব্যবহার করা।

৬.৬ বিপণন এবং প্রচার

ক. কৃষি-পর্যটনের জন্য সম্ভাব্য পর্যটকদেরকে (Target Group) চিহ্নিত করা। উদাহরণস্বরূপঃ শহরাঞ্চলে বসবাসকারীগণ কৃষি-পর্যটনের সম্ভাব্য পর্যটক হতে পারে।

খ. যেহেতু কৃষি-পর্যটনের ব্যবসায়গুলো সাধারণত পর্যটকদের পুনরায় ভ্রমণের উপর নির্ভর করে তাই পর্যটকদের সাথে মেইলের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ করার জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

গ. পর্যটকদের আকৃষ্ট করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা।

ঘ. কৃষির সাথে সম্পর্কিত অনুষ্ঠান (যেমনঃ নবান্ন উৎসব) আয়োজন করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ঙ. কৃষি-পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবাসমূহের প্রচারের জন্য বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমনঃ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম) ব্যবহার করা।

৭. কৃষি-পর্যটন কমিটি

বাংলাদেশের কৃষি-পর্যটন পণ্য ও পরিষেবার উন্নয়ন, পরিচালনা ও প্রচারের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ও জেলা পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা।

৭.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করবেঃ

ক. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় করা।

খ. বাংলাদেশের কৃষি-পর্যটনের প্রধান আকর্ষণসমূহ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

গ. কৃষি-পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবার মান নির্ধারণের জন্য যথোপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

ঘ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃষি-পর্যটনের প্রসার করা।

কৃষি-পর্যটনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের দ্বারা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হতে পারে এবং প্রয়োজনে তারা কমিটিতে এক বা একাধিক সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেঃ

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সভাপতি)
২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)
৩. বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)
৪. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)
৫. কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)
৬. স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)
৭. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)
৮. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)
৯. বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)
১০. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)
১১. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)
১২. সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকদের প্রতিনিধি (সদস্য)
১৩. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের একজন পরিচালনা কমিটির সদস্য (সদস্য)
১৪. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (সদস্য)
১৫. শিক্ষাবিদ/ পর্যটন গবেষক (সদস্য)
১৬. ট্যুরিস্ট পুলিশ (সদস্য)
১৭. পর্যটন উদ্যোক্তা (সদস্য)
১৮. পরিবেশবিদ (সদস্য)
১৯. ভূতত্ত্ববিদ (সদস্য)
২০. ভ্রমণ ও পর্যটনশিল্পের প্রাসঙ্গিক স্বীকৃত সংস্থার প্রতিনিধি (সদস্য)
২১. সাংবাদিক/বিশিষ্ট সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক (সদস্য)
২২. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা (সদস্য সচিব)

কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তাগণ যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার অধিকারী হবেন।

কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করবেঃ

ক. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় করা।
খ. বাংলাদেশের কৃষি-পর্যটনের প্রধান আকর্ষণসমূহ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
গ. কৃষি-পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবার মান নির্ধারণের জন্য যথোপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।
ঘ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃষি-পর্যটনের প্রসার করা।

৭.২ কৃষি-পর্যটনের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি

যে সকল জেলার কৃষি পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে সে সকল জেলায় "জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি" কৃষি পর্যটন উন্নয়ন, বিকাশ ও পরিচালনার লক্ষ্যে কাজ করবে। কমিটির কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ:

ক. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।
খ. কৃষি-পর্যটন বিকাশের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা।
গ. কৃষি পর্যটনের জন্য সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা।
ঘ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
ঙ. কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য আবাসন ব্যবস্থা ও রেস্তোরাঁর মতো কৃষি নির্ভর খুচরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা।
চ. পর্যটকদেরকে দক্ষতার সাথে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে কৃষক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা।
ছ. কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে কৃষি-পর্যটন ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল এবং নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করা।
জ. কৃষি-পর্যটন পণ্য ও পরিষেবার উন্নয়নে কৃষি নৃতত্ত্ব (Agro Ethnography) বিবেচনা করা।
ঝ. কৃষি-পর্যটনের আকর্ষণগুলোর মৌলিকতা (Authenticity) বজায় রেখে সংরক্ষণ করা।
ঞ. কৃষি-পর্যটনের সাথে সংযুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে অবহিত করার লক্ষ্যে একটি বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Progress Report) প্রস্তুত করা। প্রতিবেদনে পর্যটক সংখ্যা, রাজস্ব আয়, স্থানীয় কর্মসংস্থানে পর্যটনের অবদান, পরিবেশের উপর প্রভাব, প্রচারমূলক কার্যক্রমের ফলাফল, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্য থাকতে পারে।

৮. অর্থায়ন এবং বাজেট

বাংলাদেশে কৃষি পর্যটন উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় তহবিল ও ভর্তুকি প্রদান করবে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি দেশব্যাপী কৃষি-পর্যটন বিকাশে বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করবে। কৃষি-পর্যটন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় সরকারের আর্থিক নিয়ম-কানুন অনুযায়ী হবে। কৃষি পর্যটনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের (যেমনঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বেসরকারি সংস্থা বা পর্যটন ব্যবসা) মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (PPP) মাধ্যমে যৌথ অর্থায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়াও, কৃষি-পর্যটনে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং উদ্যোক্তা আকর্ষণ করার জন্য ব্যবসায়িক শর্তাবলী সহজ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় কৃষি-পর্যটন প্রকল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।